কত দূর যাবেন রত্না

ষাটের দশকের এক রত্না এসেছিলেন ঢাকার চলচ্চিত্রে। রুপালি পর্দায় তিনি হারিয়েছেন তার আসল নাম। নামটি চলচ্চিত্রের জন্য মোটেও উপযুক্ত মনে করেননি বাণিজ্যিক ছবির পথিকৃৎ পরিচালক এহতেশাম। তিনি তার পর্দানাম দেন শাবানা। এ নামেই তাঁকে '৬৭ সালে 'চকোরী' ছবিতে প্রথম হাজির করেন পাকিস্তানের নায়ক নাদিমের বিপরীতে। প্রথম ছবিতে শাবানা আলোচিত হলেন অভিনয় আর গ্ল্যামারে। তারপর থেকে তিন দশকের বেশি সময় তিনি সমান জনপ্রিয়তা নিয়ে চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। বলা যায়, তাঁর মতো এত দীর্ঘ সময় অন্য কোন নায়িকা ঢাকার চলচ্চিত্রে অভিনয় করেননি।

শাবানা এখন সংসারধর্মে মন দিয়েছেন। ছেড়ে দিয়েছেন চলচ্চিত্রের প্রিয় ভুবন। তবে এ বছর আরেক রত্নার আবির্ভাব ঘটেছে ঢাকার চলচ্চিত্রে। এবার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিচ্ছেন। ঢাকার চলচ্চিত্রের বেশিরভাগ নায়িকার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে তা নেই। তিনি দারুণ স্মার্ট! সুদর্শনা। চমৎকার ফিগার। ফলে খুব সহজেই আলোচনায় এসেছেন চলচ্চিত্রের বর্ণিল ভূবনে। ছবি মুক্তির আগে এত আলোচনা কম নায়িকার ভাগ্যে জোটে। সেদিক থেকে রত্না ভাগ্যবতী। এ ক্ষেত্রে অবশ্য ঝুঁকি বেড়ে যায়। ছবি মুক্তির পর আলোচনার সব আলো এক ফুঁতে নিভে যাবে কিনা?

এই কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হচ্ছেন রত্না, আগামী ৮ জুন। এ দিন তাঁর অভিনীত প্রথম ছবি 'কেন ভালবাসলাম' মুক্তি পাবে। অবশ্য এর আগে দু'বার ছবিটি মুক্তি দেয়ার কথা ভেবেছিলেন প্রযোজক অজিত নন্দী। হরতালের কারণে পিছিয়ে দিয়েছেন তিনি। এবার পাকা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ সময় এইচএসসি পরীক্ষাও শেষ হয়ে যাবে। অর্থাৎ অজিত নন্দী চাচ্ছেন তাঁর ছবির জন্য টিনএজ দর্শক। কারণ ছবিটি টিনএজ প্রেম কাহিনীনির্ভর। ছবিতে নায়ক হিসাবেও নিয়েছেন টিনএজারদের প্রিয় নায়ক ফেরদৌসকে। প্রশ্ন এখন শুধু রত্নাকে নিয়ে। অভিনয় দিয়ে রত্না দর্শক হৃদয় জয় করতে পারবেন কি পারবেন না। তিনি কি পারবেন শাবনারূপী রত্নার মতো তিন দশক চলচ্চিত্রে টিকে থাকতে? রত্না নিজেই বা কী ভাবছেন? এ নিয়ে সম্প্রতি তাঁর মুখোমুখি হওয়া।

ঃ 'কেন ভালবাসলাম' ছবিতে কোন্ ধরনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন আপনি?

– এ ছবিতে আমি উচ্চবিত্ত পরিবারের একমাত্র সন্তান। চরিত্রের নাম রূপালি। কলেজে পড়ছি। প্রচণ্ড ইনোসেন্ট ও রোমান্টিক একটি চরিত্র। রাগী এবং প্রতিবাদী। সেই সঙ্গে অহঙ্কারীও। কিন্তু কোমল মনের। এ চরিত্রে আমি অভিনয়ের পর্যাপ্ত সুযোগ পেয়েছি।

ঃ ছবিটি নিয়ে আপনি কতখানি আশাবাদী?

– রোমান্টিক ছবির দর্শক যাঁরা, তাঁদের এ ছবি ভাল লাগবে। চলচ্চিত্রের এই বৈরী সময়ে যাঁরা সিনেমা হলে যান না, আমার বিশ্বাস 'কেন ভালবাসলাম' তাঁদের হলমুখী করবে।

ঃ একজন নবাগত শিল্পীর ক্যারিয়ার গড়ার ক্ষেত্রে প্রথম ছবির ফলাফলের একটা প্রভাব আছে। আপনি কি মনে করেন এ ছবির পর আপনাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হবে না?

– আমি স্বীকার করছি প্রথম ছবির ফলাফলের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। দর্শকরা যদি আমাকে গ্রহণ করে তাহলে তা হবে আমার এগিয়ে চলার সহায়ক। তবে আমি আশাবাদী। ছবিতে আমি যে পারফরর্মেন্স করেছি, তা দর্শকদের ভাল লাগবে।

ঃ আপনি কি মনে করেন নতুন হিসাবে এ ছবিতে যথাযথ সুযোগ পেয়েছেন?

– অবশ্যই। নগ্ন ছবির এই জোয়ারে সুস্থ ধারার ছবিতে কাজের সুযোগ পাওয়াটা ভাগ্যের ব্যাপার। আমাকে নগ্ন ছবিতে অভিনয় করতে হয়নি।

ঃ নবাগত হিসাবে প্রচার-প্রচারণায় প্রযোজনা সংস্থার সহযোগিতা কতটা পেয়েছেন?

– পুরোপুরি। প্রযোজক অজিৎ নন্দী আমাকে পরিচিত করে তুলতে কার্পণ্য করেননি। পাশাপাশি পত্রপত্রিকাও আমাকে হেল্প করেছে। না হলে ছবি রিলিজের আগেই এতটা পরিচিতি পেতাম না।

ঃ আপনি বলেছেন ঢাকার চলচ্চিত্রে এখন অশ্লীলতার জোয়ার বইছে। এ ধারাকে কি আপনি সমর্থন করেন? নাকি নিজেও হাওয়ার দিকে পাল তুলতে চান?

– অবশ্যই না। নারীদেহকে পণ্য হিসাবে পর্দায় যেভাবে বিকৃত রুচিতে উপস্থাপন করা হচ্ছে, তা মোটেও সমর্থনযোগ্য নয়। আমি নিজেও এ ধারার ছবিতে অভিনয় করতে রাজি নই।

ঃ আপনার কি মনে হয় এই অসুস্থ ধারা থেকে ঢাকার চলচ্চিত্র কোনদিন মুক্তি পাবে?

– আমার বিশ্বাস, খুব বেশি সময় এই ধারা সচল থাকবে না। এর মধ্যে দর্শকরা নগ্ন ছবি প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করেছেন। খুব শীঘ্রই চলচ্চিত্রের হারানো সুদিনগুলো ফিরে আসবে।

ঃ ঢাকায় এখন প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ছবি নির্মাণের পাঁয়তারা চলছে। এ ব্যাপারে জানেন কিছু?

– হ্যাঁ, জানি।

ঃ আপনার মন্তব্য কী?

– ঢাকার অনেক ছবি এখন সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। একজন দর্শক হিসাবে আমি বলতে পারি, আমাদের সমাজ হচ্ছে রক্ষণশীল। এখানে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ছবি তৈরির প্রয়োজন নেই।

ঃ 'কেন ভালবাসলাম' ছবির পর নতুন কোন ছবিতে কাজের অফার পেয়েছেন কি?

– রাজ্জাক আঙ্কেলের 'মরণ নিয়ে খেলা' এবং কাজী হায়াৎ আঙ্কেলের 'ইতিহাস' ছবিতে অভিনয় করছি। 'মরণ নিয়ে খেলা' ছবির নায়ক রাজ্জাক তনয় বাপ্পারাজ। 'ইতিহাস' ছবির নায়ক কাজী হায়াৎ তনয় মারুফ। মজার বিষয় হচ্ছে দু'টি ছবিতেই দু'পরিচালক অভিনয় করেছেন তাঁদের সন্তানের বাবার চরিত্রে।

ঃ এমন কোন স্বপন আছে কি যা বার বার দেখতে ভাল লাগে?

– ছিল। এখন নেই।

ঃ কী স্বপ্ন?

– এ স্বপ্ন ছিল কিশোর বয়সে। তখন আমি ক্লাস এইট কি নাইনে পড়ি। ওই সময়ে প্রায়ই স্বপ্ন দেখতাম, আমার প্রিয় নায়ক বোম্বের আমির খানের সঙ্গে শূটিং করছি। এই স্বপ্ন আমার পুরোপুরি না হলেও আংশিক পূরণ হয়েছে। কেননা, আরেক প্রিয় নায়ক ফেরদৌসের নায়িকা হয়েছি 'কেন ভালবাসলাম' ছবিতে।

তুষার আদিত্য